আলমডাঙ্গা অফিসার্স ওয়েল ফেয়ার ক্লাবের পক্ষ থেকে ওসিকে বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা উপজেলা অফিসার্স ওয়েল ফেয়ার ক্লাবের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মুন্সি আসাদুজ্জামানকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।
গতকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে বিদায় সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। তিনি বলেন একজন অফিসার যোগদান করার ৮ মাসের মধ্যে বদলী হলে সে কাজ করবে কি ভাবে, একজন ভাল মানুষ হিসেবে আসাদুজ্জামানের সুনাম ছিল, আমি তার মঙ্গল কামনা করছি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সম্পাদক সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিনের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, প.প. কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিসুজ্জামান, বিআরডিবি কর্মকর্তা সায়লা সারমিন, মৎস কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল বারি, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: আব্দুল্লাহিল কাফি, জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলাম, সম্পাদক এ্যাড: আব্দুল মালেক, উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি কাউছার আহম্মেদ বাবলু, সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরু, টিএইএ ডা. হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ, প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ্ আলম মন্টু, সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, মৎস স¤প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল মালেক প্রমুখ।

উল্লেখ্য ওসি আসাদুজ্জামান চুয়াডাঙ্গা এসপি অফিসে বদলী হয়েছেন। সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আমি আলমডাঙ্গা উপজেলায় চাকরি করে সথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছি। অত্র উপজেলার মানুষের সাথে কাজ করে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি, আমি আলমডাঙ্গার কথা

চিরদিন স্বরন রাখব।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন আমরা চাকরি করতে গিয়ে প্রথমেই শপথ করি চাকরির স্বার্থে যে কোন জায়গায় বদলি করলে চারকির স্বার্থে সেখানেই যাব, থানা অফিসার ইনচার্জ খুব দায়িত্ববান ছিলেন, সব সময় সহযোগীতা পেয়েছি, খুব ভাল মানুষ ছিলেন, আমি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। আলমডাঙ্গার চুয়াডাঙ্গাতেও সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। অনুষ্ঠান শেষে অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে উপহার প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

সেই অসহায় সুজিনাকে ২ বান্ডিল ঢেউটিন ও ৬ হাজার টাকা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনীর রামনগর গ্রামের সেই অসহায় সুজিনাকে ২ বান্ডিল ঢেউটিন ও ৬ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান তার হাতে ঢেউটিন ও ৬ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। এসময় মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া জেলা ওয়ার্কার্স

পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১০ টা থেকে দিনব্যাপী শহরের ডিসি অফিসের সামনে টাউন হলে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য অধ্যাপক সুশান্ত দাস, বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড নূর আহমদ বকুল, জেলা ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতি কমরেড ফজলুল হক বুলবুল এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, ওয়ার্কার্স পার্টি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সরকার, কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য কমরেড মজিবর রহমান, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য গুজরত আলী মোল◌া, নাসির উদ্দিন, লুৎফল হক পাপ্পানা, কুষ্টিয়া জেলা যুবমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি জাহিদুর রহমান, কৃষক সমিতির সভাপতি কমরেড এসরারুল হক, কুষ্টিয়া শহর ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, জেলা ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ সিয়াম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি আব্দুর রউফ।

প্রধান অতিথি ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সুশান্ত দাস বলেন, স্বাধীনতার ৪৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও জনগনের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খা এখনও প্রতিফলিত হয়নি। উপরোন্ত দেশে কয়েক দশক ধরে লুটেরা অর্থনীতি এবং অগনতান্ত্রিক পেশীশক্তির একটি রাষ্ট্র কাঠামো শক্তিশালী হয়েছে। শিল্প সংস্কৃতির নেতিবাচক এবং মৌলবাদী ধারাকে উস্কে দেয়া হয়েছে। পার্টির প্রতিটি কর্মীকে জনগনের পক্ষে দাড়িয়ে বৈষম্য নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। বিশেষ অতিথি কমরেড নূর আহমদ বকুল বলেন, বুয়েটে আবরাব হত্যার ঘটনা শিক্ষাঙ্গনের ভয়াবহ পরিস্থিতি,দলবাজি লেজুরবৃত্তি রাজনীতির বহি: প্রকাশ ঘটিয়েছে। সেই অপরাজনীতির মূলে রয়েছে কালো টাকা।

পেশী শক্তির দুর্নীতিবাজ রাজনীতি আজকে আবরাব হত্যাকান্ডকে ঘিরে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পায়তারা করছে এবং মৌলবাদী রাজনীতিকে উৎসাহিত করছে। সম্মেলনে আলোচনা শেষে একটি লাল পতাকার মিছিল শহর ঘুরে এসে আবার সম্মেলনস্থল টাউন হলে মিলিত হয়।

সম্মেলনে কাউন্সিলাররা ১৯ জন কমরেডকে জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত করেন। জেলা কমিটির সদস্যরা বৈঠকে বসে কমরেড ফজলুল হক বুলবুলকে সভাপতি ও হাফিজ সরকারকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পুনরায় প্রদান করেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, আব্দুল হক, নাসির উদ্দিন, আমিনুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম বাবু,গুজরত আলী মোল◌া, জহুরুল হক দুলাল, লুৎফুল হক পাপ্পান্না, এসরারুল হক, আমজাদ হোসেন খোকন, দেলোয়ার হোসেন,মজিবর রহমান, হালিমুজ্জামান, জাহিদুর রহমান, রাশেদ খান, সোহেল রানা, মকলেসুর রহমান।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সাত বছরেও বিএনপির আন্দোলন মাঠে গড়াইনি: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ বলেছেন, ২০১৩ সাল থেকে খালেদা জিয়া কতবার আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন দেশবাসী তা দেখেছে। দেখতে দেখতে ৭ বছর পার হলেও বিএনপির আন্দোলন মাঠে গড়াইনি। বিএনপির নেতাদের কথা জনগণ এখন আর আমলেও নেয় না। কারণ জনগণ জানে বিএনপির কথা ছাড়া কিছু করার নেই।
তিনি বলেন, আদালতের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ দল হিসেবে বিএনপি এখন প্রতিষ্ঠিত। যখন কোনো ব্যক্তি বা দল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তাদের মুখের আস্ফালনই শান্তনা খোঁজার মাধ্যম।
বুধবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এ সব কথা বলেন।
তিনি বলেন, কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হলেই সফলতা আসবে। আমাদের প্রত্যেকের পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ। এ সব কাজ বাস্তবায়নে আপনার সমস্যা যদি আপনি সৃষ্টি করেন তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া হবে না।

হানিফ বলেন, নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হলে সফলতা আসবেই। সঠিকভাবে তদারকী দায়িত্ব পালন করতে না পারলে সরে দাঁড়াতে হবে। কাজের প্রতি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিবেন না।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য আ. ক. ম. সরওয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা প্রসাশক আসলাম হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দীন খান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সোহরাওয়ার্দীতে সমাবেশ ডেকেছে ঐক্যফ্রন্ট

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আগামী ২২ অক্টোবর জনসমাবেশের ডাক দিয়েছে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

বুধবার বিকালে ড. কামাল হোসেনের মতিঝিলের চেম্বারে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির জরুরি বৈঠক থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, দেশের সবশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করণীয় নিয়ে বুধবার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ও গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন।

বৈঠকে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে আগামী ১৮ অক্টোবর রাজধানীতে নাগরিক সমাবেশ করার বিষয়েও আলোচনা হয়। এর আগে গত ১৩ অক্টোবর আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত ঐক্যফ্রন্টের নাগরিক শোকসমাবেশ থেকে ১৮ অক্টোবর নাগরিক শোকসভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

ক্ষুধা ও অপুষ্টির নিরিখে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালেরও পেছনে ভারত

বৈশ্বিক ক্ষুধা ও অপুষ্টির সূচকে ভারতকে আরও পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। এই সূচকে শুধু বাংলাদেশ নয় নেপাল ও পাকিস্তানেরও পেছনে আছে ভারত।
মানবিক সহায়তা নিয়ে কাজ করে এমন বৈশ্বিক দুটো সংস্থার তৈরি করা ১১৭টি দেশের তালিকা থেকে এ তথ্য জানা যাচ্ছে। ২০১৮ সালের সূচকেও ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে ছিল। তবে গত বছরের চেয়ে দুই ধাপ নিচে নেমে গেছে বাংলাদেশ। গত বছরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৬ তম। ২০১৭ সালে ১০০ এবং ২০১৮ সালে ভারতের অবস্থান ১০৩। খাদ্যনিরাপত্তাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আয়ারল্যান্ড ভিত্তিক কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও জার্মানিভিত্তিক ‘ওয়েলথ হাঙ্গার লাইফ’ যৌথভাবে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। প্রতিবেদনে ক্ষুধার সংজ্ঞা নির্ধারণে চারটি সূচককে আমলে নেওয়া হয়েছে। অপুষ্টি, খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা, কৃশকায় বা শীর্ণকায় শিশু ও শিশুমৃত্যুর হার। ‘গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স’ (জিএইচআই) নামের এই বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার এ বছরের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জিএইচআই বা বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুসারে পাকিস্তান ৯৪, বাংলাদেশ ৮৮ ও নেপাল ৭৩ নম্বর অবস্থানে আছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুসারে যে ১০০ পয়েন্টের এক ‘তীব্রতা স্কেল’ রয়েছে, যেখানে শূন্য হলো সেরা স্কোর। শূন্য অর্থে, সে দেশে কোনো মানুষ অনাহারে নেই। এই তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে, ভারতের স্কোর ৩০ দশমিক ৩। জানানো হয়েছে, ভারতে এই অনাহারের সমস্যা বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ২০১৪ সালে ভারত তালিকায় ছিল ৫৫ নম্বরে। এবার নেমে ১০২ নম্বরে এসেছে দেশটি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১১৭টি দেশের ওপর করা গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে বলা হয়েছে, ভারত বর্তমানে অবস্থান করছে ১০২ নম্বরে। ওই সূচকে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ক্ষুধা কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ২৫ দশমিক ৮ পয়েন্ট। এর আগে ২০১০ সালে

বাংলাদেশের এই স্কোর ছিল ৩০ দশমিক ৩। ১০০ পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে এই সূচক প্রণয়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে দেশ শূন্য স্কোর করে সেই দেশকে সবচেয়ে উত্তম দেশ ধরা হয়। অর্থাৎ সেই দেশে কোনো ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস নেই। আর ১০০ স্কোর করে যে দেশ সেই দেশ সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়। অর্থাৎ সেই দেশে ক্ষুধার্ত মানুষের অবস্থা ভয়াবহ।
ভারতে এই অনাহারের সমস্যা বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ভারতের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে ৭৬টি দেশের মধ্যে ভারত ৫৫ নম্বরে ছিল। এবার নেমে ১০২ নম্বরে এসেছে দেশটি। ২০১৭ সালে ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১০০। ২০১৮ সালে ১১৯টি দেশের মধ্যে ১০৩। এবার ১১৭টি দেশের তালিকায় ভারত ১০২ নম্বরে।
জিএইচআই সূচক চারটি সূচককে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়। তা হলো অপুষ্টি, শিশু মৃত্যু, শিশুদের অপচয় এবং শিশুদের বাড়তে না দেওয়া। এর মধ্যে শিশুদের অপচয় বলতে বোঝানো হয়েছে ৫ বছর বয়সের নিচের শিশুদের, যারা তাদের উচ্চতার তুলনায় কম ওজনসম্পন্ন। এতে প্রচ-অপুষ্টিতে ভোগা বোঝানো হয়।
ওই প্রতিবেদন অনুসারে, বৃহৎ জনসংখ্যার কারণে ভারতের জিএইচআই ওই অঞ্চলের ওপরে প্রভাব ফেলে। ভারতে ‘চাইল্ড ওয়েস্টিং রেট’ অর্থাৎ পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু বা শিশুদের অপুষ্টিজনিত দৈহিক উচ্চতা ও ওজন হ্রাসের হিসাব ২০ দশমিক ৮ শতাংশ। সারা বিশ্বের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে, ক্যালরির অভাব এবং কম পুষ্টির দিকটি এর থেকে উঠে আসে।
এদিকে বিরোধীদলীয় নেতারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এজিএইচআই প্রতিবেদন নিয়ে তুলাধোনা করেছে। দক্ষিণের রাজ্য কেরালার অর্থমন্ত্রী থমাস আইসাক টুইট করে জানিয়েছেন, ২০১৯ বিশ্ব ক্ষুধা সূচক প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের র্যাঙ্ক আরও নেমে হয়েছে ১০২। প্রধানমন্ত্রী মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই অবনমন। ২০১৪ সালে ভারত ছিল ৫৫ নম্বরে। ২০১৭ সালে তা হয় ১০০। বিশ্বে অনাহার থাকার মানুষের সংখ্যাধিক্য এখন ভারতে। কর্ণাটকের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়াও এই নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে টুইট করেন। টুইটে তিনি প্রশ্ন তোলেন, অনেকেই বিশ্বাস করেন ‘আচ্ছে দিন আয়েগা’। প্রশ্ন হলো সেই দিন কবে আসবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত পিপিএম,(বার), জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খাঁন, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, বিজ্ঞ পিপি এড. অনুপ কুমার নন্দী, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব-কেপিসি’র সভাপতি আলহাজ্ব রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: শাহিনুর রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও লালন একাডেমীর সহ-সভাপতি আজাদ জাহান। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নেজারত ডেপুটি কালেক্টর ও লালন একাডেমীর এ্যডহক কমিটি সদস্য সচিব এম.এ মোহাইমিন আল জিহান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি মো: আসলাম হোসেন।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

বিএসএফর হামলায় ৯ মাসে ২৮ বাংলাদেশি নিহত

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে বিভিন্ন সময় নানাপর্যায়ে আলাচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলও এখনো থামছে না নিরস্ত্র নাগরিক হত্যা। গত শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিক চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাসুদপুর সীমান্ত বিএসএফর গুলিতে জাহরুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশি রাখাল নিহত হয়ছন। নিহত জহরুল ইসলাম শিবগঞ্জ উপজলার মনাকষা ইউনিয়নর তারাপুর ঠুটাপাড়া গ্রামের আবদুল কাদিরর ছেলে।
জানা যায়, জাহরুল ইসলাম সহ কয়েক জন বাংলাদেশি রাখাল গরু আনার জন্য রাত ৩টার দিকে মাসুদপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। এ সময় ভারতর শাভাপুর ক্যাম্পর বিএসএফ সদস্যরা গুলিবর্ষণ করলে জাহরুল ইসলাম নিহত হন। পরে তার সহযাগিরা জাহরুলর লাশ উদ্ধর করে বাংলাদেশে নিয়ে আসলে পরিবারের লাকজন গোপনে তার নানির বাড়ি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

মহাসড়কের মান উনীত করা; ৭৩১ কোটি টাকার কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উনীত করাসহ ছয়না-যশোদল-দেদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ; ১ হাজার ৭১৯ কোটি টাকার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন অবকাঠামো উনয়ন; ১ হাজার ৮৮ কোটি টাকার ঢাকার মিরপুরের পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; ১২৯ কোটি টাকার ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ; ৫৮০ কোটি টাকার ইরিগেশন ম্যানেজমেট ইম্প্রুভমেট প্রজেক্ট এবং ৭০ কোটি টাকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগে পুনঃ বনায়ন ও অবকাঠামো উনয়ন প্রকল্প।

নিজস্ব প্রতিনিধি